ঢাবি শিক্ষকদের গবেষণা জালিয়াতি

সামিয়া রহমানসহ তিন শিক্ষকের পদাবনতি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ● গবেষণা ও পিএইচডি থিসিসে জালিয়াতি প্রমাণ হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। গতকাল ঢাবির নিয়মিত সিন্ডিকেট সভায় ট্রাইব্যুনালের সুপারিশের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শাস্তি পাওয়া তিন শিক্ষক হলেন– গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সামিয়া রহমান, অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের সৈয়দ মাহফুজুল হক মারজান এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ওমর ফারুক। এর মধ্যে সামিয়া রহমানকে সহযোগী অধ্যাপক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে অবনমন করা হয়েছে। আগামী দুই বছর তিনি পদোন্নতির জন্য আবেদন করতে পারবেন না। আবার প্রভাষক মারজান এখন শিক্ষা ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে আছেন। ছুটি শেষে ফেরার পর তিনি পদোন্নতি পেয়ে যেতেন। কিন্তু শাস্তি অনুযায়ী, বিভাগে যোগ দেওয়ার পর তাকে আরও দুই বছর ওই পদেই চাকরি

■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

সামিয়া রহমান

মাহফুজুল হক

ওমর ফারুক

সামিয়া রহমানসহ তিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) করতে হবে। আর পিএইচডি থিসিসে জালিয়াতি করায় ওমর ফারুককে সহকারী অধ্যাপক থেকে প্রভাষক পদে অবনমন এবং ডিগ্রি বাতিল করা হয়েছে। ঢাবির সিন্ডিকেট সদস্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক হাসানুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ বিষয়ে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান বিডিনিউজকে বলেন, 'গঠিত দুটি ট্রাইব্যুনালের সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট। পুরো প্রসিডিংস তৈরি হলে বিস্তারিত বলা যাবে।' সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর বলেন, 'যাদের শাস্তি হয়েছে, তাদের এখানে আর আপিলের সুযোগ নেই। তবে তারা চাইলে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন।'

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে সামিয়া রহমান ও মারজানের যৌথভাবে লেখা 'এ নিউ ডাইমেনশন অব কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড পপ কালচার : অ্যা কেস স্ট্যাডি অব দ্য কালচারাল ইমপেরিয়ালিজম' শিরোনামের আট পৃষ্ঠার একটি গবেষণা প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সোশ্যাল সায়েন্স রিভিউ' জার্নালে প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৮২ সালের শিকাগো ইউনিভার্সিটির জার্নাল ক্রিটিক্যাল ইনকোয়ারিতে প্রকাশিত ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর 'দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড পাওয়ার' নামের একটি নিবন্ধ থেকে প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠা হুবহু নকল বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরীন আহমাদকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে গবেষণা চুরির প্রমাণ পেলেও কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ করেনি। তাই সিন্ডিকেটে এই প্লেজারিজমের অভিযোগে কী শাস্তি দেওয়া যায়- তা নির্ধারণ করতে গঠিত ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। একই অভিযোগে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ওমর ফারুকের ডিগ্রি বাতিল করা হয়েছিল।